M.P.BIRLA FOUNDATION H.S SCHOOL
SELECTION EXAMINATION 2020–2021
CLASS–X
SUBJECT–BENGALI(2ND LANGUAGE)

F.M.:80

TIME:3HRS.

'ক' বিভাগের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক। 'খ' বিভাগে গদ্য এবং পদ্য দু'টি থেকেই অন্ততপক্ষে একটি করে নিয়ে মোট চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

সাহিত্য বিভাগে রচয়িতার নাম ও রচনা সূত্র উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক।

অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখা ও বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে।

বিভাগ ক

1. যথাযথ শিরোনামসহ নিম্নলিখিত (15)

যে কোন একটি বিষয় অবলম্বনে আনুমানিক তিনশো শব্দের একটি রচনা লেখ।

(অ) অনলাইনে পরীক্ষা চলাকালীন সুযোগের অসদ্ব্যবহার করে শঠতার দ্বারা কোন একজন সৎ বন্ধুর প্রাপ্ত নম্বরের থেকে অনেক বেশি নম্বর পেয়েছিলে, কিন্তু পরে অনুরূপ কোনো ঘটনা তোমাকে তোমার কৃতকর্মের কথা স্মরণ করায়, সেই অনুতপ্ত অভিজ্ঞতার কথা নিজের ভাষায় লেখ।

(আ) ছুটি যখন জীবনে প্রকৃতির অভিশাপ হয়ে নামে..।

(ই) জীবনের সঠিক বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা।

(ঈ) 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'–এই বহুপ্রচলিত প্রবাদ বাক্যটি অবলম্বনে যথাযথ শিরোনাম সহ একটি মৌলিক গল্প লেখ।

2.(অ)সরস্বতী পুজোর আগের দিন বাজার (7)

করতে গিয়ে দেখলে বাজারে কেউই মুখে মাস্ক ব্যবহার করছে না বর্তমান পরিস্থিতিতে সকলের এমন অসতর্কতা জনিত আচরণ তোমাকে বিস্মিত ও আশঙ্কিত করে তুলেছে- এই বিষয়ের উপর

আলোকপাত করে বহুল প্রচলিত একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে একটি পত্র লেখ।

অথবা

(আ) পড়াশোনাটাই কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর একমাত্র দায়িত্ব নয় (7) সমাজের প্রতি ও তার কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে এ বিষয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

3. প্রদত্ত অংশটি ভালো করে পড়ে নিজেরভাষায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও। (5×2=10)

হিন্দুদের বিশ্বাসগুলোর পিছনে যেগুলো অর্থগুলো নিহিত আছে তা আজো সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয় নি। অসংখ্য হিন্দুর গঙ্গা নদীর জল কে পবিত্র বলে জ্ঞান করে গঙ্গাসাগরে স্নান করা কে পুণ্য সঞ্চয় বলে মনে করে। যারা গঙ্গার জল কে পবিত্র এবং গঙ্গাসাগর কে পুণ্যতীর্থ বলে অভিহিত করেছিলেন তারা কেন তা করেছিলেন,বোঝা যাক:

হিন্দুধর্ম চায় চিত্তশুদ্ধি, চায় মিলন-আনন্দ।চিত্তশুদ্ধির পথে ও মিলনের আনন্দ নেওয়ার পথে গঙ্গা ও গঙ্গাসাগর দুটি উপায় মাত্র।মানুষ প্রভুত্ব করুক, মানুষ ঘৃণা করুক, মানুষের হেয় ধারণা পোষণ করুক –এটা হিন্দুধর্ম চায়না হিন্দুধর্ম চায় মানুষ প্রভুত্ব করবে না, মানুষ ঘৃণা করবে না মানুষ হেয় মনোভাব পোষণ করবে না। মানুষ শুধু মানুষের প্রতি আচরণে এরূপ চিত্তশুদ্ধি দেখাবে, তাই যথেষ্ট নয় মানুষ চিত্তশুদ্ধি দেখাবে প্রাকৃতিক বস্তু সঙ্গে আচরণেও- এটাই চেয়েছিলেন হিন্দু ঋষিরা। নদীর জল প্রাকৃতিক বস্তু ।গঙ্গা ও গঙ্গা সাগর প্রকৃতির অঙ্গ। নদীর জলের প্রতি যাতে মানুষের চিত্তের শ্রদ্ধা জন্মে, নদী ও সাগর কেও যাতে সে শ্রদ্ধা করে –এক কথায় জল, মাটি, গাছপালা ইত্যাদির প্রতি যাতে মানুষের শুদ্ধ চিত্তের যোগ থাকে,এদের প্রতি আচরণে ও যাতে মানুষ প্রভুত্ব না করে, অবজ্ঞা প্রকাশ না করে, উপরন্ত এদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে- এই মনোভাব বা উদ্দেশ্য নিয়ে তারা গঙ্গার জল কে পবিত্র

এবং গঙ্গাসাগর কে পুণ্যতীর্থ বলে অভিহিত করে গেছেন।দেব দেবীর বাহন হিসেবে গোরু, সিংহ, হাঁস ,পেঁচা ইত্যাদি পশু-পাখিকে হিন্দুরা পুজো করে। এর অর্থও চিত্তশুদ্ধির অভিব্যক্তি ঘটানো। পশু পাখির প্রতিও মানুষ যেন প্রভুত্ব না করে, তাদেরও যেন মানুষ শ্রদ্ধা করে, তাদের সঙ্গেও যেন থাকে শুদ্ধচিত্তের সংযোগ। এই উদ্দেশ্যেই পশুপাখিদের পুজো করার বিধান রাখা হয়েছে।
ধান,ফুল,দুর্বা,তুলসীপাতা বেলপাতা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার ও শুদ্ধ চিত্তের যোগাযোগ ঘটাবার প্রয়াস। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ শ্রদ্ধা বশে বাদাম গাছের পাতা ছিঁড়তে বা ডালপালা ভাঙতে ডরোথি কে বারণ করেছিলেন এবং ইয়ারোয় গিয়ে পাখিদের বিরক্ত করতে নারাজ ছিলেন, সেই শ্রদ্ধা ও প্রভুত্বহীনতা এবং আত্মিক মিলনবোধ ঘটাবার প্রচেষ্টাই রয়েছে হিন্দুদের নদী, সাগর, পশুপাখি ,গাছপালা ইত্যাদি সম্পদকে পুজো করার পিছনে।
(অ) হিন্দু ধর্ম মূলত কী চায়?
(আ) গঙ্গার জল কে পবিত্র বলার উদ্দেশ্য কী?
(ই) গঙ্গাসাগর কে পুণ্যতীর্থ বলে অভিহিত করা হয় কেন?
(ঈ) কোন উদ্দেশ্যে পশুপাখিদের পুজো করার বিধান রাখা হয়েছে?
(উ) ওয়ার্ডসওয়ার্থ কে?তাঁর দর্শনের সঙ্গে হিন্দু দর্শনের কী সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়?
4. নির্দেশ অনুযায়ী উত্তর দাও। **(5)**
(অ) উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারণ করো- কলকাতা শহর।
(আ) শুদ্ধ করে লেখ- দেশের ঐক্যতা যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে।
(ই)_____হার(উপসর্গ বসাও)।
(ঈ)খেল____(প্রত্যয় বসাও)।
(ঋ) তাকে মনোনয়ন পত্র দেওয়া হবেনা।
(কর্তৃবাচ্যে রূপ দাও।)
(৯)অর্থসহ বাক্য রচনা করো-
ঘর শত্রু বিভীষণ। **(3)**

খ বিভাগ

সংকলিতা

5." হতভম্ব নির্বাক ভৈরবের বাক্যস্থিত হইলে সে বলিল"–

(ক) রচয়িতাসহ রচনাটির নাম লেখ। রচয়িতার প্রকৃত নাম কী?

(খ) কে কাকে একথা বলেছে?(গ)'বাক্যস্ফূর্তি' মানে কি?

(ঘ) সে হতভম্ব ও নির্বাক হয়ে গেল কেন? (3+2+2+3)

6. 'সকাল হল। বিদায় নেওয়ার সময় বৃদ্ধ আমায় পাঁচ টাকা গুরু প্রণামী দিলে।বামাকে আড়ালে ডেকে বললুম "তুমি আমার মা, আমার জীবনদাত্রী। আশীর্বাদ করি চিরসুখী হও মা..." '।

(ক) কার লেখা কোন রচনার থেকে নেওয়া হয়েছে?

(খ) কোথায় সকাল হলো ?কে কোথা থেকে বিদায় নিল?

(গ) বৃদ্ধ কে ?সে কাকে কেন গুরুপ্রণামী দিল?

(ঘ) এখানে কাকে 'মা' ও 'জীবনদাত্রী' বলা হয়েছে? গল্পের নামকরণের সঙ্গে তার সম্পর্ক বুঝিয়ে দাও।

(2+2+3+3)

7." তারপরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল"–(ক) কে কোথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল? কেন সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল? সে সেখানে গিয়েছিল কেন? থমকে দাঁড়িয়ে পড়ার পর সে কি দেখলো?

(2+2+3+3)

8."তবু আমরা জানি"– (ক)মূল কাব্যগ্রন্থ সহ কবি ও কবিতার নাম লেখ।

(খ) এটি কি ধরনের কবিতা?(গ) কার জবানীতে এখানে কাদের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে?(ঘ)তারা কী জানে? (3+2+2+3)

9. "দেখে ভারী কষ্ট হত আমাদের"–(ক) উদ্ধৃতিটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে ?এর রচয়িতার নাম কি?(খ) কাকে দেখে কষ্ট হতো কাদের?

(গ) কেন কষ্ট হতো?(ঘ) তাদের লক্ষ্য কী ছিল?কার কোন লক্ষ্য পূরণ হয়নি? (2+2+3+3)

10. মানুষ ছুঁতে চাই না বটে,/ মানবতার জ্ঞানে/ হৃদয়মেধা থাকে আমার/ সবসময়ে ঘেরা"

(ক) কে বা কারা মানুষ ছুঁতে চান না?(খ) তিনি কেন মানুষ ছুঁতে চান না? (গ)মানবতার জ্ঞান বলতে কী বোঝানো হয়েছে?(ঘ) উদ্ধৃতিটি তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। (2+2+3+3)